দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... OCT 19 1999 ...
পৃ ৪ কলাম ৬

বৃত্তির টাকা পাওয়া প্রসঙ্গে

আমি আরও অনেকের মতই বাংলাদেশের অবহেলিত জনপদের এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেসরকারী তাড়াশ ডিগ্রী কলেজের (সিরাজগঞ্জ) একজন ছাত্রী। আমি ১৯৯০ সালে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় সাধারণ গ্রেডে এবং ১৯৯৩ সালে মাধ্যমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ করি, অতঃপর রাজশাহী বোর্ডের অধীনে ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষা এবং ১৯৯৮ সালে এইচএসসি পরীক্ষা দুইটিতেই ষ্টার মার্কসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হই। সেইহেতু সরকারী বিধি মোতাবেক আমার মাসিক দুইশত টাকা হারে বৃত্তি পাবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছি। এবং এতদসংক্রান্ত বোর্ডের যোগ্যতা তালিকায় আমার নাম আছে যাহার ক্রমিক নং ২২৬। বোর্ড হইতে কলেজে ৩০/০৬/৯৯ তারিখের মধ্যে আনুসঙ্গিক কাগজপত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ সম্বলিত পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, সংশ্লিষ্ট পত্রখানি অত্র মহাবিদ্যালয়ে কাগজপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখেরও ৬ দিন পর অর্থাৎ বিগত ০৬/০৭/৯৯ তারিখে পৌঁছে। যাহাতে সংবাদ পাইয়া আমরা অত্যন্ত তড়িঘড়ি করিয়া জরুরীভিত্তিতে পরদিনই সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি জমা দেই। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা এই যে, বেশ কিছু দিন পর কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে জানান যে, কাগজপত্রাদি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ উত্তীর্ণ হওয়ায় আমরা এই টাকা পাইব না। এখানে আমাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় এই যে, বিলম্বে পত্র প্রাপ্তির মূলে দায়ী কে? বোর্ড কর্তৃপক্ষ নাকি আমরা বা কলেজ কর্তৃপক্ষ? এটা তদন্তপূর্বক দোষী আমরা হইলে আপত্তি নাই, আর যদি কলেজ কর্তৃপক্ষ বা বোর্ড কর্তৃপক্ষ দায়ী হন তবে তাহাদের অবহেলা বা গাফিলতিজনিত কারণে এবং ভবিষ্যতে যেন নিরীহ ও নিরপরাধি ছাত্র-ছাত্রীগণ আর যেন এহেন ভোগান্তির শিকার না হয় তজ্জন্যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদানের ব্যবস্থা গ্রহণসহ আমাদের মাসিক বৃত্তিদানের আশু পদক্ষেপ অবিলম্বে গ্রহণ করা হউক।

বেবী নাজনীন ছবি,
বিএসসি (পাস কোর্স)
তাড়াশ ডিগ্রী কলেজ,
তাড়াশ সিরাজগঞ্জ।